১৫ই আগস্ট ট্রাজেডী
ও
বঙ্গভবনের অজানা অধ্যায়

১৫ই আগস্ট ট্রাজেডী
ও
বঙ্গভবনের অজানা অধ্যায়

মুসা সাদিক

১৫ই আগস্ট ট্রাজেডী ও বঙ্গভবনের অজানা অধ্যায়
মুসা সাদিক

প্রথম প্রকাশ
মাঘ, ১৪২২; ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

প্রকাশক

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

প্রচ্ছদ

স্বত্ব
লেখক

অক্ষর বিন্যাস
মো: জাকির হোসেন

পরিবেশক

মুদ্রণ

ISBN : .....

মূল্য ---------

উ ৎ স র্গ

বাঙালি জাতির মুক্তিদূত জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
'৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী জাতীয়
চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম,
তাজউদ্দীন আহমদ, এম. মনসুর আলী,
এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান এবং
বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত সহকর্মী, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে
ঐতিহাসিক ৬ দফার রচয়িতা,
আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী,
প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মুখ্য সচিব
মরহুম রুহুল কুদ্দুস এবং '৭৫ পরবর্তী
খুনি মোশতাক-জিয়া সরকার উৎখাতে ও
প্রতিরোধে নির্ভিকচিত্ত শহীদ ও দন্ডপ্রাপ্ত সকল
সামরিক-বেসামরিক অফিসারসহ
মুক্তিযুদ্ধের পতাকাবাহী ছাত্র-জনতার
উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট আমি বঙ্গভবনে ছিলাম। ১৯৭১ সালে প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের স্বাধীন বাংলা বেতারের 'ওয়ার করেসপন্ডেন্ট' এবং সেই সাথে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির সাথে সংযুক্ত অফিসার হিসেবে আমি কর্মরত ছিলাম। ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বরের মহান বিজয়ের পরে ২১শে ডিসেম্বর থেকে আমি বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির অফিসে বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলাম। বঙ্গভবনে বিভিন্ন সময়ে ছয়জন রাষ্ট্রপতির এবং ১৯৯১ সালে প্রথম কেয়ার টেকার সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের সময় অর্থাৎ ১৯৯১ সাল পর্যন্ড় আমি বঙ্গভবনে উচ্চ পদে বহাল ছিলাম। ১৯৭১-এ পিস কমিটির চেয়ারম্যান স্বাধীনতা বিরোধী আব্দুর রহমান বিশ্বাস বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ১৯৯১ সালের যেদিন প্রবেশ করেন, তার পরদিনই তিনি বঙ্গভবন থেকে আমাকে বিদায় করে দেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ড় বঙ্গভবনের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, সরকারের উত্থান-পতন, হত্যা-ক্যু, পাল্টা ক্যু-ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল এবং মন্ত্রি, সচিব ও জেনারেলদের খোলস বদল, ভোল বদল ও চরিত্র বদল আমার চোখের সামনে ঘটেছে।

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির জনককে হত্যার পর থেকে খুনি মোশতাক-জিয়া সরকারের বির"দ্ধে বঙ্গভবন, সচিবালয় ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের মহান দেশপ্রেমিক সামরিক-বেসামরিক বীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের দুঃসাহসিক প্রতিরোধের গোপন কার্যক্রমের সাথে আমি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলাম। বঙ্গবন্ধুর খুনি এজিদদের উৎখাতে জীবন উৎসর্গের প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সেসব দুঃসাহসিক অভিযানের সফলতা, ব্যর্থতা আমি সংযুক্ত থেকে প্রত্যক্ষ করেছি ও শাস্ড়ি ভোগ করেছি। জাতির জনককে হারানোর পর বেদনার্ত বক্ষে আমি খুনি চক্রের বির"দ্ধে ১৯৭৫ সাল থেকে এ পর্যন্ড় প্রায় ত্রিশ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে চলেছি। জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক খুনি চক্রের গোপন ও প্রকাশ্য সকল তথ্য ও উপাত্ত আমাকে এই সিদ্ধান্ড়ে উপনীত করে যে, তারা ১৯৭৫ সালে আপাতদৃষ্টে বঙ্গবন্ধুকে খুন করে বটে, তবে তাদের মূল নিশানা ছিল বাংলাদেশকে খুন করে সমাধিস্থ করা এবং পূর্ব পাকিস্ড়ান পুণঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

'৭১-এ বীর বাঙালি মুক্তি সেনারা পাকিস্ড়ানের সেনাবাহিনীর দর্প চূর্ণ করে প্রায় এক লক্ষ হানাদার পাক সেনাকে পরাজিত ও বন্দি করে, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মাধ্যমে পাকিস্ড়ান থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে বাংলাদেশ যে হীন ও হতভাগা জাতিতে পরিণত হয়েছে– সেটাই ছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পশ্চাতে পাকিস্ড়ান ও তার সহযোগী আন্ড়র্জাতিক গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য।

১৯৭২–১৯৯২ সাল পর্যন্ড় বাংলাদেশের ছয়জন রাষ্ট্রপতির সাথে দেশ-বিদেশে এবং ১৯৯২–২০০৮ সাল পর্যন্ড় দেশে-বিদেশে অন্যান্য সরকারি ভ্রমণের সুযোগে বহু গুর"ত্বপূর্ণ সদস্যরা সরকারি উচ্চ পদস্থ সচিব, জেনারেল এবং Royal family বঙ্গবন্ধু হত্যা বিষয়ে অনেক অজানা ও গোপন তথ্য আমাকে দিয়েছেন। বহু তথ্য তদন্ড় করে আমি বাদ দিয়েছি। কিন্তু অনেক তথ্য তদন্ড়ে ও পাল্টা তদন্ড়ের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হওয়ায় তা আমি এ বইতে সন্নিবেশিত করেছি। বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডে জড়িত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বহু ব্যক্তির বিষয়ে অনেক গোপন-অজানা ঘটনা ও কার্যক্রম পাঠক এ বইতে জানতে পারবেন। কিন্তু কলেবর বৃদ্ধি পাবে বলে দেশি-বিদেশি আরও অনেক ষড়যন্ত্রকারীর ভূমিকার বিষয়সমূহ এ বইতে অন্ড়র্ভূক্ত করা থেকে বিরত থাকলাম। আশা করি, দ্বিতীয় খন্ডে পাঠক তাদের বিষয়ে আরও জানতে পারবেন এবং এই বই পড়ে দেশবাসী ও বিশ্ববাসী স্ড়ম্ভিত হয়ে যাবেন।

বিশ্বনন্দিত সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন লিখে রেখে গেছেন: **"Truth is stranger than fiction".** (সত্য, কল্প কাহিনীকেও হার মানায়)। মোশতাক-জিয়া-ডালিম-ফার"ক-তাহের উদ্দীন ঠাকুর-শাহ মোয়াজ্জেম গং বঙ্গবন্ধুর পায়ে কদমবুসি করে তাঁর পদতলে বসে পড়ে তাদের জীবন ধন্য করতো। কিন্তু ১৫ই আগস্ট এই খুনি চক্র তাঁকে হত্যা করে তাঁর লাশ সিঁড়িতে ফেলে রেখে তার নামে নোংরা কটুক্তি করে সদম্ভে বঙ্গভবনে শপথ নেয়। সেই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যেসব সচিব খুনি মোশতাকের পায়ে কদমবুসি করে বীরদর্পে তার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছে– গিরগিটির মতো রং বদলকারী সেসব মুখোশধারী বিশ্বাসঘাতক বর্ণচোরা সচিব এইচ.টি. ইমামরা বঙ্গবন্ধুর কন্যার হাত থেকেও মন্ত্রি ও উপদেষ্টার মুকুট পরে সদম্ভে আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে! যদি এইচ.টি. ইমামদের মতো ৫০ জন সিএসপি সচিবের স্থলে ১৫ই আগস্টে আওয়ামী লীগের ৫০ জন পিওন বাংলাদেশ সরকারের ৫০টি মন্ত্রণালয়ের সচিবের আসনে আসীন থাকতো, তাহলে বঙ্গবন্ধুর খুনিরা বঙ্গভবনে মোশতাককে এনে খুনিদের সরকার ১

মিনিটও স্থায়ী করতে পারতো না। আওয়ামী লীগের ৫০ জন পিওন ১৫ই আগস্টের সকালে সচিবালয় বন্ধ করে ওয়াসার পানি বন্ধ করে দিতো, টিএন্ডটি'র টেলিফোন লাইন অচল করে দিতো, পিডিবি'র লাইন অফ করে বিদ্যুৎ কেটে দিতো, রেডিও-টিভি অফ করে দিতো, তিতাস গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিতো। এভাবে ঢাকাবাসীর বুকে কেয়ামত নাযিল করে দিতো। শুধু তাহলেই ১৫ই আগস্ট দুপুরের আগেই ঢাকাবাসী বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের টুকরা টুকরা করে কেটে কুকুর দিয়ে খাইয়ে দিতো। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ও বাংলাদেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী ৫০ জন সিএসপি সচিব বঙ্গবন্ধুর খুনিদের হাতে হাত মেলালে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তে রঞ্জিত বাংলাদেশের স্বপ্ন ১৫ই আগস্টে দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়।

অথচ, তারা আজও বহাল তরিয়তে আছে এবং নিরন্ড়র তারা বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু বলে সাধু-সন্ন্যাসীর বেশে বাঙালি জাতিকে সদুপদেশ-হিতোপদেশ বিতরণ করে যাচ্ছে! বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধা, মহান শহীদ পরিবার ও মুক্তিযোদ্ধাদের নব প্রজন্ম এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের আলোয় আলোকিত লক্ষ-কোটি বাঙালি ভাই-বোন এই সব খুনি দেশদ্রোহীদের দম্ভ প্রত্যক্ষ করে হতভম্বচিত্তে বেদনায় থর থর বক্ষে অশ্রুসজল নেত্রে বিশ্বকবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে পাপ মোচনের প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করে:

"সেই হোমানলে হের আজি জ্বলে
দুঃখের রক্ত শিখা,
হবে তা সহিতে, মর্মে দহিতে
আজ সে ভাগ্যে লিখা।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ-বিদ্রোহী কবি নজরুলের বাংলাদেশে জলে-স্থলে, বনভূমি ও নদীর কূলে, প্রজাপতি-ফড়িং-পাখির কল-কাকলিতে, লক্ষ-কোটি মানব-মানবীর মরমী কণ্ঠস্বরে ভাসমান-বহমান, আত্মার অমর সঙ্গীত ***"যদি রাত পোহালেই শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই, যদি রাজপথে আবার মিছিল হতো বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই"***, মহান আল-াহ রাব্বুল আলামিন তার অলৌকিক ক্ষমতা বলে যদি তা সত্য করে দিতেন, তাহলে, ভন্ড, ভোল বদলকারী, রং বদলকারী, সুরত বদলকারী, মুখোশধারী সেক্সপিয়রের ওথেলো নাটকের বর্ণচোরা ইয়াগোদের খুনি চেহারা দেখে বঙ্গবন্ধু চমকে উঠতেন এবং এই বই লেখা আমার সার্থক হতো।

প্রবাদ আছে যে, বহু দেশে তাদের জীবিত নেতার চেয়ে, তাদের মৃত নেতা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে প্রবাদ বাক্যটি লক্ষ কোটি গুণে সত্য প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশে। পাকিস্ড়ান ও বিশ্বের পারমাণবিক শক্তিধরেরা বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট যখন হত্যা করে, তখন বঙ্গভবন-সচিবালয়-ঢাকাসহ ৫৪০০০ বর্গমাইলের বাংলাদেশ সংজ্ঞাহীন, শোকে পাথর, শোকে মুহ্যমান অবশ হয়েছিল বাংলাদেশের দিনরাত্রি! হিমালয় পতনের অবিশ্বাসে ও আকস্মিকতায় নিস্প্রাণ-নিঃসাড়-নিস্ড়ব্ধ-শ্বাসরুদ্ধ পড়েছিল বাংলাদেশ!!

নিকষ কালো সেই অবশ আঁধারে বঙ্গজননীর বুক চিরে কার নাম জপ করে ফেরে উদ্ভ্রান্ড়-দিকভ্রান্ড় বোবা বাঙালির কাফেলা? গোলা-গুলি কারফিউ-এর মধ্যে স্বর্গ থেকে কোন সে বীর প্রমিথিউস আলোক রশ্মির সংকেত দেয় নিস্প্রাণ-নিঃসাড়-বাঙালির সংজ্ঞাহীন, প্রাণহীন দেহে?

বঙ্গজননীর সেই মহান সন্ড়ান, বঙ্গবন্ধুর নামের জাদুমন্ত্রে ধীরলয়ে জেগে ওঠে বাঙালির সম্বিৎ। বাঙালির প্রাণহীন দেহে ফেরে প্রাণের স্পন্দন। সাত আসমান ভেদ করে কানে তার ভেসে আসে অমিয় বাণী:

যতদিন রবে পদ্মা-মেঘনা-গৌরী-যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান

মরণজয়ী বীর বাঙালি চকিতে 'জয় বাংলা' বলে গর্জে ওঠে 'জয় বঙ্গবন্ধু' বলে জেগে ওঠে ত্রিশ লক্ষ শহীদের দেশ, বাংলাদেশ।

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের ট্রাজেডির পর বাঙালির হৃদয়ের রাজ সিংহাসন অলংকৃত করে বঙ্গবন্ধু পুনরায় স্বর্গীয় আলোর কিরণে বাংলাদেশকে উদ্ভাসিত করে ফিরে এসেছেন তাঁর পুণ্যের মন্দির বাংলাদেশে। বাঙালি জাতি ফিরে পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

"১৫ই আগস্ট ট্রাজেডী ও বঙ্গভবনের অজানা অধ্যায়" বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নের সোনার বাংলার বিশ্বাসঘাতক বেসামরিক ও সামরিক অফিসারদের কলঙ্কের কলঙ্কিত অধ্যায়।

তারিখ: ০৪ জানুয়ারি, ২০১৭

মুসা সাদিক

মুখবন্ধ

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। হানাদার পাকবাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদর বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদের পূণ্যময় আত্মদানের ও তিন লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বীরের জাতি বাঙালি মহান বিজয় অর্জন করে। বাঙালি জাতির মুক্তিদূত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বব্যাপী বাঙালি জাতিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীরের জাতির গৌরবে গৌরবান্বিত করেন। সেই থেকে বাঙালির শিরে বীরত্বের মুকুট শোভা পাচ্ছে। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম "বলো বীর চির উন্নত মম শির" বলে যে বীর বাঙালির চোখের তারায় স্বপ্ন রেখা এঁকেছিলেন, বঙ্গবন্ধু সেই বাঙালির শিরে সেই বীরত্বের ও বিক্রমের জ্যোতির্ময় গৌরব মহিমার মুকুট পরিয়ে দিয়ে গেছেন। বীরের জাতির খ্যাতি ও মহিমায় মহিমান্বিত বাঙালি জাতির প্রাতঃস্মরণীয় নাম– শেখ মুজিবুর রহমান। বীর বাঙালির অনুপ্রেরণার অসীম উৎসের পূণ্যময় নাম– শেখ মুজিবুর রহমান। আফ্রো-এশিয়ার মুক্তিকামী মানুষের মহান মুক্তিদূতের নাম– শেখ মুজিবুর রহমান। মুক্তিকামী বিশ্বের দিকে দিকে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাতঃস্মরণীয় বীর নায়কের নাম– শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঊষালগ্নে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বিদেশি ষড়যন্ত্রকারী ও তাদের দেশীয় এজিদেরা তাঁকে হত্যা করে বাঙালি জাতিকে এতিম করে দেয়। বীর বাঙালি জাতিকে শোক স্তব্ধ পাথর জাতিতে পরিণত করে দেয়!! মুসা সাদিকের লেখা "১৫ই আগস্ট ট্রাজেডী ও বঙ্গভবনের অজানা অধ্যায়" বই ১৫ই আগস্টের শোক স্তব্ধ পাথর জাতির পাথর ভাঙ্গার মর্মবেদনা, দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুজল। বিশ্বব্যাপী খৃস্টান জাতি যিশু খৃস্টকে পেরেক বিদ্ধ করে হত্যার মর্মযাতনা যেভাবে শত-সহস্র বর্ষব্যাপী বয়ে বেড়াচ্ছে, তেমনিভাবে বাঙালি জাতির মুক্তিদূত, বাঙালি জাতির অমর নাম শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মর্মবেদনা অশ্রুসিক্ত নয়নে বাঙালি জাতি শত-সহস্র বর্ষব্যাপী মাতম করে বেড়াবে।

আজ ও অনন্তকালব্যাপী বঙ্গজননীরা যাঁর পথ পানে চেয়ে, যাঁর পূণ্য নাম ধরে আল-াহ'র কাছে ফরিয়াদ করে বলবেন, আল–াহ ঘরে ঘরে দাও মানবজাতির সেই পরম আরাধ্য বীর সন্তান– যাঁর পূণ্যময় নাম শেখ মুজিবুর রহমান। মুসা সাদিকের "১৫ই আগস্ট ট্রাজেডী ও বঙ্গভবনের অজানা অধ্যায়" শোক স্তব্ধ বাঙালি জাতির শোকগাঁথা এক সাগর অশ্রুজল– শোকে পাথর বাঙালি জাতির পাথর ভাঙ্গা মর্মভেদি বেদনায় কাতর কৃষ্ণ তাজমহল।

প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী)
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন